বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, অবধ বন বিভাগ

বনাম

অরুণ কুমার ভরদ্বাজ (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের দ্বারা ও অন্যান্যরা

(২০০৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৭০১৭)

০৫ই অক্টোবর, ২০২১

[হেমন্ত গুপ্তা এবং ভি. রামসুব্রহ্মণ্যন, বিচারপতিদ্বয়]

উত্তরপ্রদেশ জমিদারী উচ্ছেদ ও ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫০ – ধারা ৪, ১১৭ – ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭ – ধারা ৩-৬, ২০ – উত্তরপ্রদেশ হোল্ডিং একত্রীকরণ আইন, ১৯৫৩ – ধারা ৪৮, ৪৯ – ইজারাদারের নাম থেকে বন বিভাগের নামে রাজস্ব নথি সংশোধন করার জন্য বন বিভাগ কর্তৃক শুরু করা কার্যক্রম – আবেদন খারিজ – আপিলও খারিজ – পুনর্বিবেচনায়, একত্রীকরণের ডেপুটি ডিরেক্টর আবেদন খারিজ করার আদেশ বাতিল করেন এবং খসড়া নং ১৫৭৬ এবং ১৭৩৮ এর রাজস্ব এন্ট্রি বন বিভাগের নামে সংশোধন করার নির্দেশ দেন – ইজারাদারদের দ্বারা দায়ের করা রিট পিটিশন, একত্রীকরণের ডেপুটি ডিরেক্টর কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল করা হয় – আপিলে, স্থির করে: গ্রাম সভা আপিলকারীর অনুকূলে ইজারা দেওয়ার যোগ্য ছিল না – একটি বিধির অধীনে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জমি বন বিভাগে ন্যস্ত হয় – ইজারাদারেরই একটি যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিত চুক্তির বলে বনভূমির উপর স্বত্ব দাবি করতে হতো কিন্তু এমন কোনো চুক্তি তৈরি করা হয়নি – ইজারাদার শুধুমাত্র রাজস্ব নথির একটি এন্ট্রির ভিত্তিতে কোনো অধিকারের অধিকারী হবে না – রাজস্ব নথি স্বত্বের নথি নয় – হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করা হয় যখন একত্রীকরণের ডেপুটি ডিরেক্টরের আদেশ পুনরুদ্ধার করা হয়।

ভারতীয় অরন্য আইন, ১৯২৭:

ধারা ৫ – বাধা – আলোচনা করা হয়েছে।

ধারা ৪ – প্রয়োজনীয়তা – আলোচনা করা হয়েছে।

আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

আদেশঃ ১.১ উচ্ছেদ আইনের ধারা ৪ এর শর্তাবলী অনুসারে প্রকাশিত ১১.১০.১৯৫২ তারিখের বিজ্ঞপ্তিটি এই মর্মে ছিল যে, উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত সমস্ত এস্টেট রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হবে। যে পরিমাণে পতিত জমি গ্রাম সমাজের উপর ন্যস্ত হবে না তা কলাম ৫ এ উল্লেখ করা হয়েছিল যে, কসমন্ডি খুর্দ গ্রামের ১৬২ একর জমি গ্রাম সমাজের উপর ন্যস্ত হবে না।

এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির প্রভাব হলো যে, সমস্ত অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের উপর ন্যস্ত বলে গণ্য হবে।উচ্ছেদ আইনের ধারা ১১৭ এর শর্তাবলী অনুসারে, রাজ্য বনসহ জমিগুলি একটি সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা গ্রাম সভা এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে পারে। কোনো পক্ষেরই এই বক্তব্য নয় যে, ১১.১০.১৯৫২ তারিখের বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু জমিটি গ্রাম সভা এবং/অথবা অন্য কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুকূলে হস্তান্তরের জন্য রাজ্যের কোনো সাধারণ বা বিশেষ আদেশের অধীন ছিল। অতএব, ১১.১০.১৯৫২ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত জমিটি নিঃসন্দেহে রাজ্যের উপর ন্যস্ত। এরপরই ২৩.১১.১৯৫৫ তারিখে কাসমন্ডি খুর্দ গ্রামের ১৬২ একর জমি সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞপ্তিতে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সীমানা সহ জমির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরপর, বন আইনের ধারা ৬ এর অধীনে কাসমন্ডি খুর্দ গ্রামের খসড়া নং ১৫৭৬ এর ২০ বিঘা ১৩ বিসওয়া এবং ১০ বিসওয়ানসি সহ ১৬২ একর জমি সংক্রান্ত আরেকটি ঘোষণা প্রকাশিত হয়। বন আইনের ধারা ৪ এর অধীনে কোনো জমিকে সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করার বিজ্ঞপ্তি জারি করা যেতে পারে যদি রাজ্যের সেই জমির উপর মালিকানা অধিকার থাকে অথবা যদি এটি তার উৎপাদিত ফসলের অধিকারী হয়। রাজ্য সরকারের একটি সুরক্ষিত বন ঘোষণা করার এখতিয়ার আছে যদি জমিটি সরকারের সম্পত্তি হয় যার উপর মালিকানা অধিকার প্রয়োগ করা হয়। ১১.১০.১৯৫২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৬২ একর জমি সরকারের সম্পত্তি ছিল। বন আইনের ধারা ৪ এর শর্তাবলী অনুসারে, রাজ্য সরকার যেকোনো জমিকে সংরক্ষিত বন হিসাবে গঠন করার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারে। ২৩.১১.১৯৫৫ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে, ১৬২ একর জমি বনভূমি হিসাবে গঠিত হবে বলে একটি ঘোষণা ছিল। বন আইনের ধারা ৪ এর ব্যাখ্যা (১) স্পষ্ট করে যে, রাস্তা, নদী, পর্বতশ্রেণী বা অন্যান্য সুপরিচিত বা সহজে বোঝা যায় এমন সীমানা দ্বারা বনের সীমা বর্ণনা করা যথেষ্ট হবে। ২৩.১১.১৯৫৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত চার পাশের সীমানা রয়েছে। বন আইনের ধারা ৪ এর অধীনে অন্য কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। শুধুমাত্র বন আইনের ধারা ৬-এ প্রস্তাবিত বনের অবস্থান এবং সীমা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন। বন আইনের ধারা ৬ এর এই প্রকরণ (ক) অনুসারে, ১৬২ একরের অংশ ছিল এমন খসড়া নম্বরগুলির বিশদ বিবরণ প্রকাশিত ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব, বিধিবদ্ধ কার্যপ্রণালীর প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ হয়েছে। উপরন্তু, বন আইনের ধারা ২০ পড়ে দেখা যায় না যে, একটি সংরক্ষিত বনের জন্য, বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু ধারা ২০ এর অধীনে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের জন্য কোনো সময়সীমা নির্ধারিত নেই। অতএব, বন আইনের ধারা ২০ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি না করা হলেও, বন আইনের ধারা ৫ এর বলে, সরকারিভাবে বা সরকারের পক্ষে সম্পাদিত একটি চুক্তি ব্যতীত এই ধরনের বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত জমির উপর কোনো অধিকার অর্জনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেহেতু সরকার বা সরকারের পক্ষে অথবা যার উপর এই ধরনের অধিকার ন্যস্ত ছিল তার পক্ষে কোনো লিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়নি, তাই গ্রাম সভা আপিলকারীর অনুকূলে ইজারা দেওয়ার যোগ্য ছিল না।

উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বনাম উপ-পরিচালক, একত্রীকরণ ও অন্যান্যরা (১৯৯৬) ৫ এসসিসি ১৯৪ : [১৯৯৬] ৩ সম্পূরক এসসিআর ১৯১; উত্তরাখণ্ড রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম কুমায়ুন স্টোন ক্রাশার (২০১৮) ১৪ এসসিসি ৫৩৭ : [২০১৭] ১১ এসসিআর ৫৯১; প্রহ্লাদ প্রধান ও অন্যান্যরা বনাম সোনু কুমহার ও অন্যান্যরা, (২০১৯) ১০ এসসিসি ২৫৯ : [২০১৯] ১৪ স্কেল ৪৯ – নির্ভর করা হয়েছে।

১.২ ১৩৯৫ থেকে ১৪০০ ফসলি বছরের জন্য ছয়বার্ষিক খাতাউনি এই মর্মে যে, বন আইন অনুসারে জমিটি সংরক্ষিত বন হিসাবে হস্তান্তরিত হয়েছে। এই রাজস্ব নথিটি খসড়া নং ১৫৭৬ এর সাথে সম্পর্কিত। শুধুমাত্র ১৩৯৪ ফসলি থেকে ১৩৯৫ ফসলি সময়ের রাজস্ব নথি, ইজারাদারদের নাম উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু কোনো ভিত্তি ছাড়াই। রাজস্ব নথি স্বত্বের নথি নয়। অতএব, ইজারাদারের নাম রাজস্ব নথি উল্লেখ থাকলেও, বন আইনের অধীনে কল্পিত ইজারা সৃষ্টির কোনো সহায়ক নথি ছাড়া এই ধরনের এন্ট্রি গুরুত্বহীন এবং ১২ বিঘা জমির উপর কোনো অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ তৈরি করে না, যা গ্রাম সভার ইজারাদার হিসাবে ইজারাদারের দখলে আছে বলে দাবি করা হয়েছে। হাইকোর্ট একত্রীকরণ আইনের অধীনে ইজারাদারদের দ্বারা দায়ের করা আপত্তি এবং বন বিভাগ দ্বারা দায়ের করা আপত্তিগুলি উল্লেখ করেছে। হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে, যেহেতু বন বিভাগ পূর্বে কোনো আপত্তি দায়ের করেনি, তাই আপত্তিগুলি একত্রীকরণ আইনের ধারা ৪৯ দ্বারা বারিত হবে।

হাইকোর্ট কর্তৃক লিপিবদ্ধ এই ধরনের সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে ভুল। একটি বিধির অধীনে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বলে জমি বন বিভাগে ন্যস্ত হয়। ইজারাদারেরই একটি যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিত চুক্তির বলে বনভূমির উপর স্বত্ব দাবি করতে হতো কিন্তু এমন কোনো লিখিত চুক্তি তৈরি করা হয়নি। অতএব, ইজারাদার শুধুমাত্র রাজস্ব নথির একটি এন্ট্রির ভিত্তিতে কোনো অধিকারের অধিকারী হবে না। হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করা হলো। একত্রীকরণের উপ-পরিচালক কর্তৃক ৮.৭.২০০৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশ পুনরুদ্ধার করা হলো।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৯৬] ৩ সম্পূরক এসসিআর ১৯১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০১৭] ১১ এসসিআর ৫৯১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৫

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০০৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৭০১৭।

২০০৪ সালের রিট পিটিশন নং ৫৭৬ (কনস)-এ এলাহাবাদের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ৩০.১১.২০০৫ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

রবীন্দ্র রায়জাদা, প্রবীণ আনজীবী., রাজীব কুমার দুবে, আশিওয়ান মিশ্র, কমলেন্দ্র মিশ্র, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

উত্তরদাতাদের পক্ষে নৌশাদ আহমেদ খান, আফতাব আলী খান, শ্রীমতী মনীষা চৌহান, আলী সফীর ফারোগি, সৈয়দ ইমতিয়াজ আলী, অরবিন্দ কুমার কানভা, অনিল হুডা, জিতেন্দ্র হুডা, শফিক আহমেদ, অজয় শর্মা, অনুরাগ ত্রিপাঠি, হরিন্দর মোহন সিং, আইনজীবীরা উত্তরদাতার জন্য।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেন

হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতি

১. বর্তমান আপিলের চ্যালেঞ্জ হলো ৩০.১১.২০০৫ তারিখে এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত একটি আদেশের বিরুদ্ধে, যার মাধ্যমে উত্তরদাতাদের[১] দায়ের করা রিট আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছিল।

২. হাইকোর্ট বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে লখনউয়ের একত্রীকরণের উপ-পরিচালক কর্তৃক ০৮.০৭.২০০৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশটি বাতিল করেছে, যেখানে খসড়া নং ১৫৭৬ এবং ১৭৩৮ এর রাজস্ব নথি বন বিভাগের নামে সংশোধন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিদারদের দাবি খারিজ করা হয়েছিল।

১) "সংক্ষেপে," ইজারা গ্রহীতা "

৩. ১৯৫২ সালের ১১.১০ তারিখে ইউ.পি. জমিদারী উচ্ছেদ ও ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫০[২] এর ধারা ৪ এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি ১৯৫২ সালের ১৮.১০ তারিখের ইউ.পি. গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল এই মর্মে যে, কাসমান্দি খুর্দ গ্রামের ১৬২ একর জমি গাঁও সমাজ এর উপর বর্তাবে না। বিজ্ঞপ্তির প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

"নং ৬১৭ x IV- উত্তর প্রদেশ জমিদারি বিলোপ ও ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সালের উত্তর প্রদেশ আইন ১) এর ধারা ১১৭ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, রাজ্যপাল আনন্দের সাথে ঘোষণা করছেন যে, ১৯৫২ সালের ১ নভেম্বর থেকে-

১. সকল জমি, চাষযোগ্য হোক বা অন্যথায়, যে কোনো হোল্ডিং বা গ্রোভের অন্তর্গত জমি ব্যতীত, এবং

২. গ্রামের সীমানার মধ্যে অবস্থিত সকল বন।

উক্ত আইনের অধীনে রাজ্যের উপর ন্যস্ত একটি বৃত্তে অবস্থিত, তফসিল । এবং ।।-এ প্রদর্শিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে, সার্কেলের জন্য প্রতিষ্ঠিত গাঁও সমাজের উপর ন্যস্ত হবে।

তফসিল ১

অচাষযোগ্য জমির বিবরণ এবং যে পরিমাণে তারা গাঁও সমাজের উপর বর্তাবে না

জেলা	তহসিল	পরগনা	গ্রাম	যে পরিমাণে অনাবাদী জমি (যা চিহ্নিত করা হবে) বর্তাবে না
১	২	৩	৪	৫
লখনউ	লখনউ	বিজনোর	১. xxx xxx xxx	xxx xxx xxx
			১৯. কাসমান্দি খুর্দ	১৬২

৪. বিলোপ আইনের যে বিধানগুলি বর্তমান আপিলের উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক, সেগুলি নিম্নরূপ: -

"৪. রাজ্যের উপর সম্পত্তির ন্যস্তকরণ। - (১) এই আইন কার্যকর হওয়ার পরপরই, রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষণা করতে পারে যে, একটি নির্দিষ্ট তারিখ থেকে, উত্তর প্রদেশে অবস্থিত সমস্ত সম্পত্তি রাজ্যের উপর ন্যস্ত হবে এবং এই নির্দিষ্ট তারিখের শুরু থেকে (এরপর থেকে ন্যস্তকরণের তারিখ বলা হবে), এই ধরনের সমস্ত সম্পত্তি, পরবর্তীতে যা বলা হয়েছে তা ব্যতীত, সমস্ত দায়মুক্ত হয়ে রাজ্যের কাছে হস্তান্তরিত হবে এবং ন্যস্ত হবে।

২)সংক্ষেপে, 'বিলোপ আইন'

২) যদি রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় মনে করে, তবে সময়ে সময়ে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু এলাকা বা এলাকাগুলির জন্য উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারবে এবং উপ-ধারা (১)-এর সমস্ত বিধান প্রতিটি এমন বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৫. বিজ্ঞপ্তি গেজেটে প্রকাশিত হবে - ধারা ৪ এ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি গেজেটে প্রকাশিত হবে এবং এই প্রকাশনা তার যথাযথ প্রকাশের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে।

৬. একটি এস্টেট রাজ্যে ন্যস্ত হওয়ার ফলাফল - যখন ধারা ৪ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি গেজেটে প্রকাশিত হবে, তখন কোনো চুক্তি বা নথি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছু থাকুক না কেন এবং এই আইনে অন্যভাবে যা কিছু বলা থাকুক না কেন, নিম্নলিখিত ফলাফলগুলি ন্যস্ত হওয়ার তারিখের শুরু থেকে সেই এলাকার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে যেখানে বিজ্ঞপ্তিটি সম্পর্কিত, যথা:

(ক) সমস্ত মধ্যস্বত্বভোগীর সমস্ত অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ—

(i) এই ধরনের এলাকার প্রতিটি এস্টেটে জমি (চাষযোগ্য বা অনুর্বর), বাগান, গ্রামের সীমানার মধ্যে বা বাইরে অবস্থিত বন, গাছ (গ্রামের বসতবাড়ি, জোত বা বাগানের গাছ ব্যতীত), মৎস্য চাষ, পুকুর, জলাধার, জলপথ, ফেরি, রাস্তা, বসতস্থান, হাট, বাজার এবং মেলা [ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর (ক) থেকে (গ) ধারাগুলি প্রযোজ্য এমন জমিতে অনুষ্ঠিত হাট, বাজার এবং মেলা ব্যতীত], এবং

(ii) এই ধরনের এস্টেটগুলির সমস্ত ভূগর্ভস্থ অংশে খনি ও খনিজ পদার্থের কোনো অধিকার, যদি থাকে, সেগুলি কাজ করা হোক বা না হোক, সমস্ত দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে বন্ধ হয়ে যাবে এবং ন্যস্ত হবে;

৫. এইভাবে যুক্তি দেওয়া হয় যে, অবলুপ্তি আইনের ধারা ৪ অনুসারে, বন সহ সমস্ত মধ্যস্বত্বভোগীর সমস্ত অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে ন্যস্ত হয়েছে। অবলুপ্তি আইনের ধারা ১১৭ অনুসারে, বনের জমি সরকারের একটি সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা গাঁওসভা বা অন্য কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যস্ত হতে পারে। অবলুপ্তি আইনের ধারা ১১৭ নিম্নরূপ:

"১১৭. কিছু জমি ইত্যাদি গাঁওসভা এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্তকরণ- (১) ধারা ৪ এ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের পর যেকোনো সময়, রাজ্য সরকার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ঘোষণা করতে পারবে যে, এতদর্থে নির্দিষ্ট তারিখ থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সব বা যেকোনোটি, যথা:

(i) জমি, তা চাষযোগ্য হোক বা অন্যথা, তবে কোনো জোত বা বাগানে আপাতত অন্তর্ভুক্ত জমি ব্যতীত;

(ii) বন;

(iii) গাছ, তবে জোত বা জোতের সীমানায় অথবা বাগান বা বসতবাড়িতে অবস্থিত গাছ ব্যতীত;

(iv) মৎস্য চাষ;

(v) হাট, বাজার এবং মেলা, তবে ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর (ক) থেকে (গ) ধারার বিধান প্রযোজ্য এমন জমি বা ধারা ৯ এ উল্লিখিত স্থান ও এলাকায় অনুষ্ঠিত হাট, বাজার এবং মেলা ব্যতীত; এবং

(vi) পুকুর, জলাধার, ব্যক্তিগত ফেরি, জলপথ, পথ এবং বসতস্থান,-

যা এই আইনবলে রাজ্যে ন্যস্ত হয়েছিল, তা গাঁওসভা বা সেই গ্রামের সম্পূর্ণ বা অংশের জন্য প্রতিষ্ঠিত অন্য কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হবে যেখানে উল্লিখিত বিষয়গুলি অবস্থিত, অথবা আংশিকভাবে একটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (একটি গাঁওসভা সহ) এবং আংশিকভাবে অন্যটির উপর ন্যস্ত হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, রাজ্য সরকারের জন্য উল্লিখিত ঘোষণা এমন ব্যতিক্রম এবং শর্ত সাপেক্ষে করা আইনসম্মত হবে যা সেই আদেশে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।"

৬. উল্লেখ্য যে, ১৬২ একর পরিমাপের জমির কোনো অংশ গাঁওসভার উপর ন্যস্ত করার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক কোনো সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারি করা হয়নি।

৭. ১৯৫৫ সালের ২৩.১১ তারিখে, ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭[৩] এর ধারা ৪ এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। উক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, বিজ্ঞপ্তির অংশীভূত জমি সম্পর্কে আপত্তি আহ্বান করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তির প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

সংক্ষেপে, 'বন আইন'

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, অবধ বন বিভাগ বনাম অরুণ কুমার ভরদ্বাজ (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের দ্বারা [হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতি]

২৪১

"**উত্তরপ্রদেশ সরকার**

বন বিভাগ

বিবিধ

২৩.১১.১৯৫৫

৬৮২৮/১-৮০৬-৫৫ – নিম্নলিখিত জমিটি মহামান্য রাজ্যপাল কর্তৃক সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭ (১৯২৭ সালের ১৬ নং আইন) এর ৪ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা বলে।

উল্লিখিত আইনের ৪ ধারার উপ-ধারা ১(গ) অনুসারে, সংশ্লিষ্ট সাব-ডিভিশনাল অফিসারকে বন বন্দোবস্ত আধিকারিক নিযুক্ত করা হয়েছে এবং লখনউ ডিভিশনের অতিরিক্ত কমিশনারকে আইনের ১৭ ধারার অধীনে বন বন্দোবস্ত আধিকারিকের আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।"

ক্রমিক নং	স্থানের নাম	৪৮	পরগনা	গেজেট অনুযায়ী একর জমির পরিমাণ	গৃহীত জমির পরিমাণ একরে	বিবরণ পূর্ব	পশ্চিম	উত্তর	দক্ষিণ
48	কাসমান্দি খুর্দ	মালিহাবাদ	মালিহাবাদ	১৬২	-	আমারিগঞ্জ বাঞ্জার ভূমি এবং কৃষি ক্ষেত্র	রেলওয়ে লাইন বাঞ্জার ভূমি কৃষি ক্ষেত্র	কৃষি ক্ষেত্র এবং খাল	কৃষি ক্ষেত্র

৮. উক্ত বিজ্ঞপ্তির পর, বন আইনের ধারা ৬ এর অধীনে ২৮.০৪.১৯৬৮ তারিখে একটি ঘোষণা জারি করা হয়। প্রকাশের পর ঘোষণার প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

জেলা	তেহসিল	পরগণা	গ্রাম	খাসরানং এ এলাকা	বিঘা প্রতি একর	সিমানার বিবরন
লখনউ	মালিহাবাদ	মালিহাবাদ	কাস্মান্দি খুর্দ	xxx xxx xxx	২০.১৩.১০	
				xxx xxx xxx		
						উত্তর-আরাজি মাজ্‌রুবা দক্ষিণ- সারহার মাউজা মাধউর সাত্বাল মাজ্‌রুবা পূর্ব- সদাক পশ্চিম- সাহার মউজা সিন্‌ধ্‌বাপুর

"৯. বর্তমান আপিলের জন্য প্রাসঙ্গিক ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭ থেকে নেওয়া অংশটি নিম্নরূপ:

৩. বন সংরক্ষণের ক্ষমতা - রাজ্য সরকার যে কোনো বনভূমি বা পতিত জমি যা সরকারের সম্পত্তি অথবা যার উপর সরকারের মালিকানা স্বত্ব রয়েছে, অথবা যার সম্পূর্ণ বা আংশিক বনজ উৎপাদনের উপর সরকারের অধিকার রয়েছে, তাকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে একটি সংরক্ষিত বন হিসাবে গঠন করতে পারবে।

৪. রাজ্য সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি - (১) যখনই কোনো ভূমিকে সংরক্ষিত বন হিসাবে গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তখন রাজ্য সরকার সরকারি গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করবে—

(ক) ঘোষণা করবে যে, উল্লিখিত ভূমিকে একটি সংরক্ষিত বন হিসাবে গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে;

(খ) উল্লিখিত ভূমির অবস্থান এবং সীমা যতটা সম্ভব নির্দিষ্ট করবে; এবং

(গ) একজন কর্মকর্তাকে (যাকে অতঃপর "বন বন্দোবস্ত আধিকারিক" বলা হবে) নিযুক্ত করবে, যিনি উল্লিখিত সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কোনো ভূমি বা তার উপরে অথবা কোনো বনজ উৎপাদনের উপর কোনো ব্যক্তির অনুকূলে বিদ্যমান বলে কথিত কোনো অধিকারের অস্তিত্ব, প্রকৃতি এবং পরিমাণ তদন্ত করবেন এবং নির্ধারণ করবেন, এবং এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী সেগুলির নিষ্পত্তি করবেন।

ব্যাখ্যা—(খ) ধারার উদ্দেশ্যে, রাস্তা, নদী, পর্বতশ্রেণী বা অন্যান্য সুপরিচিত বা সহজে বোধগম্য সীমানা দ্বারা বনের সীমা বর্ণনা করা যথেষ্ট হবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর (গ) ধারার অধীনে নিযুক্ত কর্মকর্তা সাধারণত একজন ব্যক্তি হবেন যিনি বন বন্দোবস্ত আধিকারিকের পদ ব্যতীত অন্য কোনো বন-দপ্তর পদ ধারণ করেন না।

(৩) এই ধারার কোনো কিছুই রাজ্য সরকারকে তিনজন পর্যন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা থেকে বিরত করবে না, যাদের মধ্যে একজন বন বন্দোবস্ত আধিকারিক ব্যতীত উল্লিখিত কোনো বন-দপ্তর পদ ধারণকারী ব্যক্তি হবেন না, এই আইনের অধীনে বন বন্দোবস্ত আধিকারিকের দায়িত্ব পালনের জন্য।

৫. বন অধিকার অর্জনে বাধা - ৪ ধারার অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারির পর, উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত জমিতে বা তার উপর কোনো অধিকার অর্জিত হবে না, উত্তরাধিকার ব্যতীত অথবা সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে বা বিজ্ঞপ্তির সময় যার উপর এরূপ অধিকার ন্যস্ত ছিল এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত বা প্রবেশকৃত কোনো অনুদান বা চুক্তি ব্যতীত;

এবং চাষাবাদ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নতুন করে কোনো জমি পরিষ্কার করা যাবে না, যদি না রাজ্য সরকার এই বিষয়ে তৈরি করা কোনো বিধিমালা অনুসারে তা করা হয়।

৬. বন বন্দোবস্ত আধিকারিক কর্তৃক ঘোষণা - যখন ধারা ৪ এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়, তখন বন বন্দোবস্ত আধিকারিক স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায়, এর অন্তর্ভুক্ত ভূমির আশেপাশের প্রতিটি শহর ও গ্রামে একটি ঘোষণা প্রকাশ করবেন—

(ক) প্রস্তাবিত বনের অবস্থান এবং সীমা যতটা সম্ভব নির্দিষ্ট করে;

(খ) এই ধরনের বন সংরক্ষণের ফলে যে পরিণতি ঘটবে, যা অতঃপর বর্ণিত হবে, তা ব্যাখ্যা করে; এবং

(গ) এই ধরনের ঘোষণার তারিখ থেকে তিন মাসের কম নয় এমন একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে, এবং ধারা ৪ বা ধারা ৫ এ উল্লিখিত কোনো অধিকার দাবি করে এমন প্রতিটি ব্যক্তিকে সেই সময়ের মধ্যে বন বন্দোবস্ত আধিকারিকের কাছে একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তি পেশ করতে অথবা তার সামনে উপস্থিত হয়ে সেই অধিকারের প্রকৃতি এবং তার জন্য দাবি করা ক্ষতিপূরণের (যদি থাকে) পরিমাণ ও বিবরণ উল্লেখ করতে নির্দেশ দিয়ে।

২০. বন সংরক্ষিত ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি - (১) যখন নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি ঘটেছে, যথা:—

(ক) ধারা ৬ এর অধীনে দাবি জানানোর জন্য নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হয়েছে এবং সেই ধারা বা ধারা ৯ এর অধীনে করা সমস্ত দাবি (যদি থাকে) বন বন্দোবস্ত আধিকারিক কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়েছে;

(খ) যদি এমন কোনো দাবি করা হয়ে থাকে, তাহলে সেই দাবিগুলির উপর পাস করা আদেশগুলির বিরুদ্ধে আপিলের জন্য ধারা ১৭ দ্বারা সীমিত সময়সীমা অতিবাহিত হয়েছে, এবং সেই সময়ের মধ্যে দায়ের করা সমস্ত আপিল (যদি থাকে) আপিলকারী কর্মকর্তা বা আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়েছে; এবং

(গ) প্রস্তাবিত বনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সমস্ত জমি (যদি থাকে), যা বন বন্দোবস্ত আধিকারিক, ধারা ১১ এর অধীনে, ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইন (১৮৯৪ সালের ১ নং আইন) অনুসারে অধিগ্রহণ করতে নির্বাচিত করেছেন, সেই আইনের ১৬ ধারার অধীনে সরকারের উপর ন্যস্ত হয়েছে,তখন রাজ্য সরকার একটি সরকারি গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে, যেখানে স্থাপন করা সীমানা-চিহ্ন বা অন্যভাবে, যে বনটি সংরক্ষিত করা হবে তার সীমা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে,"

এবং বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্ধারিত একটি তারিখ থেকে এটি সংরক্ষিত হিসাবে ঘোষণা করবে।

(২) এইভাবে নির্ধারিত তারিখ থেকে এই ধরনের বন একটি সংরক্ষিত বন হিসাবে গণ্য হবে।"

১০. প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (গাঁওসভা) ১৯৬৬ সালের ১৫.০৫ তারিখে ৭ বিঘা জমি এবং ১৯৬৬ সালের ২৬.১২ তারিখে আরও ৫ বিঘা জমি লিজগ্রহীতাদের দখলে দিয়েছিল, যা ১৫৭৬ খসরা নম্বরের অংশ ছিল এবং যার পরিমাপ ছিল ২০ বিঘা ১৩ বিসওয়া এবং ১০ বিসওয়ানসি। লিজ প্রদানের এই কাজটি বন বিভাগ কর্তৃক চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল কিন্তু ১৯৬৯ সালের ১৯.১২ তারিখের আদেশে তা ব্যর্থ হয়। মোহন লাল গঞ্জ, লখনউ এর সাব-ডিভিশনাল অফিসার কর্তৃক পাস করা এই আদেশটি ১৯৭০ সালের ২২.০৭ তারিখে লখনউ ডিভিশনের অতিরিক্ত কমিশনার কর্তৃক বাতিল করা হয়। লিজগ্রহীতা কর্তৃক রাজস্ব বোর্ডে দায়ের করা পরবর্তী পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৭০ সালের ২২.০৭ তারিখের আদেশ অনুসারে, গাঁওসভার পক্ষে লিজগ্রহীতাকে লিজ প্রদানকারী স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে পক্ষভুক্ত করার পর একটি নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অতিরিক্ত কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত মামলাটির পরবর্তী পরিণতি সম্পর্কে নথিপত্রে কিছু নেই, যা রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছিল।

১১. ১৩৮০ ফসল থেকে ১৩৮৮ ফসল পর্যন্ত ছয় বছরের খাতাউনিতে, অনুর্বর জমি যা চাষযোগ্য করা যেত, ১৫৭৬ খসরা নং সহ, গাঁওসভা গ্রাম কাসমন্ডি খুর্দ-এর নাম থেকে বন বিভাগের নামে স্থানান্তরিত হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

"ছয় বছরের খাতাউনি

গ্রাম: কাসমন্ডি খুর্দ পরগনা এবং তহসিল মালিহাবাদ জেলা লখনউ

বছর: ১৩৮০ ফসল বছর থেকে ১৩৮৮ ফসল বছর পর্যন্ত"

ক্রমিক নং খাতা খাতাউনি	খাতেদারের নাম ও পিতার নাম	দখল শুরুর বছর	প্রতি বিঘা খসরা নং	হেক্টরে ক্ষেত্রফল / বিঘা (ব্যান্ড)	লাগান বা মালগুজারিতে প্রদেয়	কোনো পরিবর্তনের আদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, নং, তারিখ এবং আদেশ জারিকারী কর্মকর্তার নাম ও পদ যা রেজিস্ট্রার কানুনগো দ্বারা সত্যায়িত						মন্তব্য
						১৩৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
শ্রেণী ২: সংকরাম্মিয় ভূমিদার হিসাবে												
১৮ ক	(কৃষি যোগ্য বঞ্জার) অনুর্বর জমি কিন্তু চাষযোগ্য করা যেতে পারে		শ্রেণী ৫ প্লট নং ১৫৬৮ থেকে	প্রযোজ্য নয়	খাতাউনিতে উল্লিখিত সমস্ত প্লট গ্রাম সমাজ, গ্রাম কাসমন্ডি খুর্দ-এর নাম থেকে বন বিভাগে স্থানান্তরিত হবে।							
			১৫৭৬	৭.৩								
			১৫৭৯ থেকে ১৮০০	প্রযোজ্য নয়								

১২. ১৩৯৫ থেকে ১৪০০ ফসল বছর পর্যন্ত একটি ছয় বছরের খাতাউনি জারি করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে ১৫৭৬ খসরা নম্বরটি একটি সংরক্ষিত বন হিসাবে বনে স্থানান্তরিত হয়েছিল। খাতাউনি থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

"ইনতখাব ছয় বছরের খাতাউনি

গ্রাম কাসমন্ডি খুর্দ, পরগনা এবং তহসিল,

মালিহাবাদ,

জেলা লখনউ, বছর ১৩৯৫ থেকে ১৪০০"

খাতাউনি নং	ভূমির মালিকের নাম	মালিকানার বছর	প্লট নং	ক্ষেত্রফল	অস্পষ্ট	মালিকানা পরিবর্তনের তথ্য কোনো অফিসার কর্তৃক প্রবেশ করানো হয়েছে ১৩৯৫, ১৩৯৬, ১৩৯৭, ১৩৯৮, ১৩৯৯, ১৪০০
শ্রেণী ৫ অনুর্বর জমি কিন্তু চাষযোগ্য করা যেতে পারে (কৃষি যোগ্য বঞ্জার) – এই জমি বন আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত বন হিসাবে স্থানান্তরিত হয়েছে						
৮৮১	বন বিভাগ	-	১৫৭৬	২০.১৩.১০		

১৩. লিজগ্রহীতার নাম প্রথমবার ১৪০৭ ফসল থেকে ১৪১২ ফসল পর্যন্ত প্রস্তুতকৃত খাতাউনিতে দেখা যায়, যেখানে ১২ বিঘা জমির ক্ষেত্রে লিজগ্রহীতার দখল ১৩৯৪ ফসল থেকে ১৩৯৫ ফসল পর্যন্ত নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

"**ছয় বছরের খাতাউনি**

ক্রমিক নং খাতা খাতাউনি	খাতেদারের নাম ও পিতার নাম	দখলের শুরু বছর	প্রতিটি প্লটের খসরা নং	হেক্টরে ক্ষেত্রফল / বিঘা (ব্যান্ড)	লাগান বা মালগুজারিতে প্রদেয়	কোনো পরিবর্তনের আদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, নং, তারিখ এবং আদেশ জারিকারী কর্মকর্তার নাম ও পদ যা রেজিস্ট্রার কানুনগো দ্বারা সত্যায়িত						মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
শ্রেণী ২: সংকরাম্মিয় ভূমিদার হিসাবে												
২৯৫	ব্রিজ মোহন পিতা কাকরাম রেসিডেন্ট অব ডালিগঞ্জ লখনউ সিটি	১৩৯৪ থেকে ১৩৯৫ পর্যন্ত	১৫৭৬/এ ৭	৭								
			১৫৭৬/এ ২	৫								
				--	--							
				১২	৭৫							

১৪. এরপর, বন বিভাগ কর্তৃক ইউ.পি. হোল্ডিংস একত্রীকরণ আইন, ১৯৫৩[৪]-এর অধীনে প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল রাজস্ব নথি ইজারাদারের নাম থেকে বন বিভাগের নামে সংশোধন করার জন্য। এই আবেদনটি ১৯৯৩ সালের ২২.০৭ তারিখে খারিজ করা হয়েছিল। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিলও খারিজ করা হয়েছিল। ডেপুটি ডিরেক্টর কনসলিডেশন, একত্রীকরণ আইনের ৪৮ ধারা অনুসারে, ২০০৪ সালের ০৮.০৭ তারিখের আদেশে, ১৯৯৩ সালের ২২.০৭ তারিখের আদেশটি বাতিল করেন। ডেপুটি ডিরেক্টর তার ২০০৪ সালের ২৮.০২ তারিখের আদেশে নিম্নরূপ উল্লেখ করেন:

".....এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট যে, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে, বন বিভাগ কর্তৃক গ্রামের জমির বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, যার মধ্যে বিতর্কিত প্লট নংও রয়েছে, যার অনুলিপি সমস্ত বিভাগে পাঠানো হয়েছে। অতএব, রেকর্ডে এন্ট্রি করার সময় এটি আমলে নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী করাও হয়েছে। যেহেতু বিতর্কিত জমিটি বন বিভাগের নামে বিজ্ঞাপিত হয়েছে, তাই সেই জমি কৃষি কাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে না এবং এমন পরিস্থিতিতে জমির পাট্টা প্রদানের প্রাসঙ্গিকতা হারায়। যদি বিপরীত পক্ষের পিতা অনিয়মিতভাবে পাট্টা ভূমিদারি সংরক্ষণ করে থাকেন, তবে তার কোন তাৎপর্য নেই। চাকবন্দী অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট বন্দোবস্ত অফিসার চাকবন্দী তথ্য বিকৃত করেছেন এবং সরকার ও বন বিভাগের ক্ষতি এবং বিপরীত পক্ষদের লাভ করার চেষ্টা করেছেন যা অত্যন্ত আপত্তিকর।

উপরোক্ত থেকে স্পষ্ট যে, চাকবন্দী অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট বন্দোবস্ত অফিসার চাকবন্দী বিতর্কিত জমি তাদের পক্ষে বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে বন বিভাগের দাবি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছিলেন এবং কোনো কারণ ছাড়াই তাদের নাম মুছে ফেলেছিলেন এবং প্রশ্নোক্ত জমিটি ভূমি মালিকদের পক্ষে করে দিয়েছিলেন। কর্মকর্তাদের উপরোক্ত কাজটি দণ্ডনীয় অপরাধ, কারণ এটি সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করে। আমার মতে, আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। বিতর্কিত প্লটটি বন বিভাগের নামে বিজ্ঞাপিত হয়েছে এবং এই প্রভাবের জন্য ৮৮ নং এন্ট্রি কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই চালিয়ে যেতে হবে এবং দ্বৈত এন্ট্রিগুলি বাদ/বাতিল করতে হবে। তদনুসারে আপিলটি মঞ্জুর হওয়ার যোগ্য।

আদেশ

অতএব উপরোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আপিলটি এখানে গৃহীত হলো।

৪) "সংক্ষেপে," একীকরণ আইন "

চাকবন্দী অফিসারের ১৯৯৩ সালের ২২.৭.৯৩ তারিখের আদেশ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট বন্দোবস্ত অফিসার চাকবন্দীর ২০০৪ সালের ২৮.২.২০০৪ তারিখের আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। ১৫৭৬ নং প্লট, যার এলাকা ডি.ও./১৩/১০ এবং ১৭৩৮ নং প্লট, যার এলাকা ১ বিঘা, এবং ৮৬৮/১৮৩০ নং প্লট, যার এলাকা ২-৪-০, এন্ট্রি নং ৮৮১, বন বিভাগের পক্ষে করা এবং অন্যান্য ভূমি মালিকদের দাবি এতদ্বারা বাতিল করা হলো। মামলার ফাইল নথি রুমে সংরক্ষণ করা হলো।

১৫.এই আদেশটিই ছিল যা হাইকোর্ট ইজারাদারদের দ্বারা দায়ের করা রিট পিটিশনে বাতিল করেছিলেন।

১৬.আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে হাইকোর্ট ডেপুটি ডিরেক্টর কর্তৃক পাস করা আদেশ বাতিল করে গুরুতর ভুল করেছেন, কারণ এর জন্য কোন আইনি বা বাস্তব ভিত্তি ছিল না। বিলোপ আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী প্রকাশিত ১৯৫২ সালের ১১.১০ তারিখের বিজ্ঞপ্তি এই মর্মে ছিল যে উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত সমস্ত এস্টেট রাজ্যের কাছে ন্যস্ত হবে। অ চাষযোগ্য ভূমি যা গাঁও সমাজ-এ ন্যস্ত হয় না, তার ব্যাপ্তি কলাম ৫-এ উল্লেখ করা হয়েছিল যে কাসমান্দি খুর্দ গ্রামের ১৬২ একর জমি গাঁও সমাজে ন্যস্ত হবে না। এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির প্রভাব হল যে সমস্ত অধিকার, শিরোনাম এবং স্বার্থ উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে ন্যস্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে। বিলোপ আইনের ১১৭ ধারা অনুযায়ী, রাজ্য উল্লিখিত শর্তানুযায়ী একটি সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ভূমিগুলি গাঁও সভা এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে, বন সহ, হস্তান্তর করতে পারে। কোনো পক্ষের দাবি এই নয় যে, ১৯৫২ সালের ১১.১০ তারিখের বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু যে জমি ছিল, তা গাঁও সভা এবং/অথবা অন্য কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে হস্তান্তরের জন্য রাজ্যের কোনো সাধারণ বা বিশেষ আদেশের অধীন ছিল। অতএব, ১৯৫২ সালের ১১.১০ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত জমি স্পষ্টভাবে রাজ্যের কাছে ন্যস্ত হয়েছে।

১৭.এরপরই ১৯৫৫ সালের ২৩.১১ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তি কাসমান্দি খুর্দে অবস্থিত ১৬২ একর জমির বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিজ্ঞপ্তিতে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সীমানা সহ জমিটি বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর, বন আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী কাসমান্দি খুর্দ গ্রামের ১৫৭৬ নং খসরা নং এর ২০ বিঘা ১৩ বিসওয়া এবং ১০ বিসওয়ানসি সহ ১৬২ একর জমির বিষয়ে আরেকটি ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছিল। কোনো জমিকে সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করার জন্য বন আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জারি করা যেতে পারে যদি রাজ্যের সেই জমির উপর মালিকানা অধিকার থাকে অথবা যদি এটি তার উৎপাদিত পণ্যের অধিকারী হয়।

১৮.রাজ্য সরকারের একটি সংরক্ষিত বন ঘোষণা করার এখতিয়ার রয়েছে যদি জমিটি সরকারের সম্পত্তি হয় যার উপর মালিকানা অধিকার প্রয়োগ করা হয়। ১৬২ একর পরিমাপের জমিটি ১৯৫২ সালের ১১.১০ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সরকারের সম্পত্তি ছিল।

বন আইনের ৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী, রাজ্য সরকার যেকোনো জমিকে সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে ঘোষণা করার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারে। ২৩.১১.১৯৫৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তিটি উপধারা ৪-এ উল্লিখিত তিনটি শর্ত পূরণ করে, অর্থাৎ (i) এই ধরনের জমিকে সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে গঠন করার সিদ্ধান্ত, (ii) এই ধরনের জমির অবস্থান ও সীমা, এবং (iii) এই সীমার মধ্যে থাকা কোনো জমিতে কোনো ব্যক্তির অনুকূলে বিদ্যমান বলে কথিত অধিকারের অস্তিত্ব, প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি সম্পর্কে তদন্ত ও নির্ধারণের জন্য একজন অফিসার নিয়োগ করা। ২৩.১১.১৯৫৫ তারিখে ৪ নম্বর ধারার অধীনে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি জারির সময় ইজারাদাররা জমির কোনো অংশের দখলে ছিলেন না। অতএব, তারা সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার দাবি করেননি এবং ১৬২ একর পরিমাপের জমিতে গাঁও সভাও কোনো অধিকার দাবি করেনি, যা আইনের ৪ নম্বর ধারার অধীনে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।

১৯. বন আইনের ৫ নম্বর ধারা বাধা দেয় যে, বন আইনের ৪ নম্বর ধারার অধীনে বিজ্ঞাপিত জমিতে বা তার উপর কোনো অধিকার অর্জিত হবে না, উত্তরাধিকার ব্যতীত বা সরকারের পক্ষ থেকে করা বা প্রবেশ করা কোনো লিখিত অনুদান বা চুক্তি ছাড়া। একবার ২৩.১১.১৯৫৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তিটি বন আইনের ৪ নম্বর ধারার অধীনে প্রকাশিত হলে, গাঁও সভা কর্তৃক ইজারাদারের অনুকূলে বিজ্ঞাপিত জমিতে কোনো অধিকার হস্তান্তর হতে পারে না।

২০. এরপর, বন আইনের ৬ নম্বর ধারার অধীনে একটি ঘোষণা জারি করা প্রয়োজন ছিল, যা প্রতিটি শহর ও গ্রামে স্থানীয় ভাষায় প্রকাশ করা হবে, যেখানে প্রস্তাবিত বনের অবস্থান ও সীমা যথাসম্ভব নির্দিষ্ট থাকবে। বন আইনের ৬ নম্বর ধারার অধীনে ঘোষণাপত্রে খসরা নম্বর ১৫৭৬ সহ বিভিন্ন খসরা নম্বর নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই খসরা নম্বরটি আইনের ৪ নম্বর ধারার অধীনে ঘোষিত মোট ১৬২ একর বনভূমির অংশ। ঘোষণার প্রকাশনা স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু গাঁও সভা সহ কেউই জমিকে বনভূমি হিসেবে ঘোষণার বিরোধিতা করেনি।

২১. ইজারাদারের আইনজীবী শ্রী খান এবং গাঁও সভার আইনজীবী শ্রী হুদা জোর দিয়ে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, বন আইনের ৪ নম্বর ধারার অধীনে যে জমির বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়নি, শুধুমাত্র মোট ১৬২ একর এলাকা প্রদান করা হয়েছে। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি অস্পষ্ট এবং বন আইনের ৪ নম্বর ধারায় উল্লিখিত শর্তাবলী মেনে চলে না। শুধুমাত্র বন আইনের ৬ নম্বর ধারার অধীনে প্রকাশিত ঘোষণাপত্রেই খসরা নম্বর ১৫৭৬ উল্লেখ করা হয়েছিল।

২২. শ্রী খান ও শ্রী হুদার উত্থাপিত যুক্তিতে আমরা কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না। ২৩.১১.১৯৫৫ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ১৬২ একর পরিমাপের জমি বনভূমি হিসেবে গঠিত হবে।

বন আইনের ৪ ধারার ব্যাখ্যা (১) স্পষ্ট করে যে, বনভূমির সীমানা বোঝাতে রাস্তা, নদী, পাহাড়ের রেখা বা অন্যান্য সুপরিচিত বা সহজে বোঝা যায় এমন সীমা উল্লেখ করাই যথেষ্ট। ২৩.১১.১৯৫৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত চারটি দিকের সীমানাই দেওয়া আছে। বন আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী এর বাইরে আর কোনো শর্ত পূরণ করার প্রয়োজন নেই। কেবল বন আইনের ৬ ধারাতেই প্রস্তাবিত বনভূমির অবস্থান এবং সীমানা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হয়। বন আইনের ৬ ধারার এমন দফা (ক) অনুযায়ী, ১৬২ একর জমির অংশ হিসেবে থাকা খসড়া নম্বরগুলির বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত ঘোষণাপত্রে উল্লেখ রয়েছে। তাই, আইনগত পদ্ধতিগত সব আবশ্যকতা পূরণ হয়েছে।

২৩. আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী উত্তর প্রদেশ রাজ্য বনাম একত্রীকরণের উপ-পরিচালক ও অন্যান্যরা[৫] শিরোনামে প্রকাশিত একটি রায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই মামলায় বন আইনের ২০ ধারার অধীনে জমিকে সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু এই আদালতে আপিলকারী উত্তরদাতারা দাবি করেছিলেন যে তারা জমির দখলে ছিলেন এবং সিরদারি অধিকার অর্জন করেছিলেন। এই আদালত রায় দিয়েছেন যে, বিলোপ আইন অনুযায়ী, রাজ্যই জমির মালিক ছিল এবং উত্তরদাতারা, এমনকি যদি তারা সিরদারও হতেন, তবুও তারা দখলদার (অর্থাৎ, জমির সম্পূর্ণ মালিক নন, কেবল ভোগদখলকারী) হিসেবেই থাকতেন। এটিও বলা হয়েছে যে, একত্রীকরণ কর্তৃপক্ষের বন আইনের ২০ ধারার অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তির বৈধতা প্রশ্ন করার কোনো এখতিয়ার নেই। আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেন:

"৭. সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি সিরদার হিসেবে জমি ধারণ করতেন, বিলোপ আইন অনুযায়ী তাকে মালিকানা অধিকার দেওয়া হয়নি। তিনি একজন দখলদার ছিলেন এবং মালিকানা অধিকার রাজ্যের উপর ন্যস্ত ছিল। অতএব, হাইকোর্ট সিরদার হিসেবে তাদের মর্যাদার কারণে উত্তরদাতারা জমির মালিক ছিলেন এমন অনুমান করে স্পষ্ট ভুল করেছেন। বিলোপ আইন অনুযায়ী রাজ্যই জমির মালিক হওয়ায়, আইনটির ৪ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করা যুক্তিযুক্ত ছিল।"

১০. সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, বন বন্দোবস্ত কর্মকর্তার দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা রয়েছে এবং তার আদেশ আপিলের অধীন এবং অবশেষে রাজ্য সরকারের কাছে পুনর্বিবেচনার অধীন। আইনটি নিজেই একটি সম্পূর্ণ বিধিসংগ্রহ এবং সংরক্ষিত বন ঘোষণা ও বিজ্ঞাপিত করার জন্য বিস্তারিত পদ্ধতি রয়েছে। একবার আইনের ২০ ধারার অধীনে একটি জমিকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে, সেই জমিতে যেকোনো ব্যক্তির দ্বারা দাবি করা সমস্ত অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং আর কার্যকরী থাকে না।"

৫) (১৯৯৬) ৫ এস. সি. সি ১৯৪

বিজ্ঞপ্তিটি একত্রীকরণ কর্তৃপক্ষের উপর দেওয়ানি আদালতের ডিক্রির মতোই বাধ্যতামূলক। উত্তরদাতারা বন বন্দোবস্ত কর্মকর্তার কাছে ভূমির প্রকৃতি সম্পর্কিত আপত্তি সহ সমস্ত আপত্তি ও দাবি উত্থাপন করতে পারতেন। আইনের অধীনে কার্যক্রম চলাকালীন তারা কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো আপত্তি বা দাবি উত্থাপন করেননি। আইনের ২০ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারির পর, উত্তরদাতারা একত্রীকরণ কর্তৃপক্ষের কাছে উক্ত বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে কোনো আপত্তি উত্থাপন করতে পারতেন না। একত্রীকরণ কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তির দ্বারা আবদ্ধ ছিল, যা চূড়ান্ততা অর্জন করেছিল।"

২৪. শ্রী খান আরও যুক্তি উত্থাপন করেন যে, বন আইনের ২০ ধারার অধীনে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি। বন আইনের ২০ ধারা পড়ে দেখা যায় না যে, সংরক্ষিত বনভূমির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কোনো আবশ্যকতা আছে, তবে ২০ ধারার অধীনে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য কোনো সময়সীমা নির্ধারিত নেই। অতএব, এমনকি যদি বন আইনের ২০ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি নাও হয়ে থাকে, বন আইনের ৫ ধারার বলে, সরকারের দ্বারা বা সরকারের পক্ষে লিখিতভাবে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত এই ধরনের বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত ভূমির উপর কোনো অধিকার অর্জন নিষিদ্ধ। যেহেতু রাজ্য সরকার বা যে ব্যক্তির উপর এই ধরনের অধিকার ন্যস্ত ছিল তার পক্ষে কোনো লিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়নি, তাই গাঁও সভার আপিলকারীর অনুকূলে ইজারা মঞ্জুর করার ক্ষমতা ছিল না।

২৫. উত্তরাখণ্ড রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম কুমাওন স্টোন ক্রাশার[৬] শিরোনামে প্রকাশিত একটি রায়ে এই যুক্তি উত্থাপিত হয়েছিল যে, যেহেতু বন আইনের ২০ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি, তাই ৪ ধারার অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আচ্ছাদিত ভূমিকে বনভূমি হিসাবে গণ্য করা যাবে না। এই আদালত উত্তর প্রদেশ আইন নং ২৩, ১৯৬৫ দ্বারা সংশোধিত বন আইনের ৫ ধারার উপর নির্ভর করে এই যুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। রায় দেওয়া হয়েছিল যে, বন আইনের ৪ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারির পর রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় এবং বন আইনের ২০ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তির অনুপস্থিতি গ্রহণযোগ্য নয়। আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেন:

"১৪৫. এই মুহূর্তে, আবেদনকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবীর উত্থাপিত একটি বক্তব্যও বিবেচনা করা প্রয়োজন। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, উত্তর প্রদেশ রাজ্য যদিও ১৯২৭ সালের আইনের ৪ ধারার অধীনে একটি ভূমিকে বনভূমি হিসাবে গঠনের প্রস্তাব করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল,

৬) (২০১৮) ১৪ এস.সি.সি. ৫৩৭

কিন্তু ১৯২৭ সালের আইনের ২০ ধারার অধীনে কোনো চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়ায়, ৪ ধারার অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আচ্ছাদিত ভূমিকে বনভূমি হিসাবে গণ্য করা যায় না, যাতে সেই অঞ্চল দিয়ে পারাপার হওয়া বনজ দ্রব্যের উপর ট্রানজিট ফি আদায় করা যায়।উপরিউক্ত জমা দেওয়া তথ্য অনুসারে, ১৯৬৫ সালের ২৫শে নভেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া উত্তর প্রদেশ আইন ২৩, ১৯৬৫ দ্বারা ৫ ধারা সংযোজন করাটিই যথেষ্ট। পূর্বোক্ত উত্তর প্রদেশ আইন ২৩, ১৯৬৫ দ্বারা ৫ ধারার প্রতিস্থাপন নিম্নলিখিতভাবে হয়েছে:

৫. বন অধিকার অর্জনে বাধা- ৪ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারির পর এই ধরনের বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত ভূমিতে বা তার উপর কোনো অধিকার অর্জিত হবে না, উত্তরাধিকার ব্যতীত অথবা সরকার বা অন্য কোনো ব্যক্তি, যার উপর বিজ্ঞপ্তি জারির সময় এই ধরনের অধিকার ন্যস্ত ছিল, তার দ্বারা বা তার পক্ষে লিখিতভাবে প্রদত্ত অনুদান বা চুক্তি ব্যতীত; এবং এই ধরনের ভূমিতে চাষাবাদ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নতুন করে কোনো পরিষ্কারকরণ করা যাবে না, না সেখানে কোনো গাছ কাটা, গির্ডল করা, ছাঁটা, ট্যাপ করা বা পোড়ানো যাবে, না এর ছাল বা পাতা ছাড়ানো যাবে, বা অন্য কোনোভাবে ক্ষতি করা যাবে, না সেখান থেকে কোনো বনজ দ্রব্য সরানো যাবে, যদি না এই বিষয়ে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী অনুযায়ী তা করা হয়।

১৪৬. ৫ ধারা স্পষ্টভাবে বিধান করে যে, ৪ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারির পর সেখান থেকে কোনো বনজ দ্রব্য সরানো যাবে না, যদি না এই বিষয়ে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী অনুযায়ী তা করা হয়। এভাবে, ৪ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারির পর রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় এবং তাই আবেদনকারীদের এই যুক্তি যে, যেহেতু ২০ ধারার অধীনে কোনো চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি, তাই তারা ১৯৭৮ সালের নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না — তা গ্রহণযোগ্য নয়।

২৫. প্রহ্লাদ প্রধান ও অন্যান্যরা বনাম সোনু কুমহার ও অন্যান্যরা[৭] শিরোনামে প্রকাশিত একটি রায়ে এই আদালত রাজস্ব নথির ভিত্তিতে মালিকানার যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, রাজস্ব নথি সম্পত্তির মালিকানা প্রদান করে না বা তাদের মালিকানার উপর কোনো অনুমানমূলক মূল্য নেই। আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেন:

"৫. আপিলকারীদের উত্থাপিত যুক্তি হলো যে, যেহেতু ১৯৬৪ সালের জরিপ বন্দোবস্ত অনুসারে মঙ্গল কুমাড় বিবাদিত সম্পত্তির রেকর্ডকৃত প্রজা ছিলেন, তাই বিবাদিত সম্পত্তি তার স্ব-অর্জিত সম্পত্তি ছিল।"

৭) (২০১৯) ১০ এস. সি. সি ২৫৯

উক্ত দাবি আইনগতভাবে ভুল ধারণাপ্রসূত, কারণ রাজস্ব নথির এন্ট্রিগুলি কোনো সম্পত্তির মালিকানা প্রদান করে না, বা মালিকানার উপর তাদের কোনো অনুমানমূলক মূল্যও নেই। তারা কেবল যার নামে মিউটেশন নথিভুক্ত করা হয়েছে, তাকে সংশ্লিষ্ট জমির ভূমি রাজস্ব পরিশোধের অনুমতি দেয়। ফলস্বরূপ, কেবলমাত্র ১৯৬৪ সালের জরিপ বন্দোবস্তে মামলার সম্পত্তিতে মঙ্গল কুমার একজন রেকর্ডকৃত প্রজা হিসেবে নথিভুক্ত ছিলেন বলেই, এটি তাকে মামলার সম্পত্তির একমাত্র এবং একচেটিয়া মালিক করে তুলবে না।"

২৭. ১৩৯৫ থেকে ১৪০০ ফসলি বছরের জন্য ছয় বছর মেয়াদী খাতাউনিতে বলা হয়েছে যে, জমিটি বন আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই রাজস্ব নথিটি খসড়া নম্বর ১৫৭৬ সম্পর্কিত। কেবলমাত্র ১৩৯৪ ফসলি থেকে ১৩৯৫ ফসলি সময়ের রাজস্ব নথিতে ইজারাদারদের নাম উল্লেখ আছে, তবে কোনো ভিত্তি ছাড়াই। রাজস্ব নথি মালিকানার দলিল নয়। অতএব, এমনকি যদি ইজারাদারের নাম রাজস্ব নথিতে উল্লেখ থাকেও, বন আইন অনুযায়ী ইজারা তৈরির কোনো সহায়ক দলিল ছাড়া এমন এন্ট্রি তাৎপর্যহীন এবং এটি ইজারাদার কর্তৃক গাঁও সভার ইজারাদার হিসেবে দাবি করা ১২ বিঘা জমির উপর কোনো অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ তৈরি করে না।

২৮. হাইক ইজারাদারদের দ্বারা একত্রীকরণ আইনের অধীনে এবং বন বিভাগ দ্বারা উত্থাপিত আপত্তিগুলির কথা উল্লেখ করেছিল। হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল যে, যেহেতু বন বিভাগ পূর্বে কোনো আপত্তি দায়ের করেনি, তাই একত্রীকরণ আইনের ৪৯ ধারা দ্বারা আপত্তিগুলি বারিত হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হাইকোর্ট কর্তৃক নথিভুক্ত করা এই ধরনের সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টভাবে ভুল। একটি বিধির অধীনে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির কারণে জমি বন বিভাগের উপর ন্যস্ত হয়। এটি ইজারাদারই ছিলেন যার একটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিত চুক্তির বলে বনভূমির উপর স্বত্ব দাবি করার কথা ছিল, কিন্তু এমন কোনো লিখিত চুক্তি উৎপাদিত হয়নি। অতএব, ইজারাদার কেবলমাত্র রাজস্ব নথির একটি এন্ট্রির ভিত্তিতে কোনো অধিকারের অধিকারী হবেন না।

২৯. এই পরিস্থিতিতে, আমরা মনে করি যে হাইকোর্টের আদেশ আইনত টিকে থাকতে পারে না। এটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো। আপিল মঞ্জুর করা হলো। উপ-পরিচালক, একত্রীকরণ কর্তৃক ৮.৭.২০০৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশটি পুনর্বহাল করা হলো।

দিব্যা পান্ডে

আপিল অনুমদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal